জাতীয় শিল্প মেলা-২০১৯ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, রবিবার, ১৭ চৈত্র ১৪২৫, ৩১ মার্চ ২০১৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

কুটনীতিকবৃন্দ,

উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ,

অনুষ্ঠানে আগত সফল উদ্যোক্তাগণ এবং

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত 'জাতীয় শিল্প মেলা ২০১৯' -এ উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবারই প্রথম দেশে এ ধরনের মেলার আয়োজন করা হয়েছে। দেশিয় শিল্পের উন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও দু' লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশে শিল্পখাতের বিকাশে কাজ শুরু করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার পর পরই তিনি পরিত্যাক্ত শিল্প কারখানা জাতীয়করণ করেন। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা নেন।

বাংলাদেশ ক্রমেই শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির পথে অগ্রসরের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই বিস্ময়কর অর্থনৈতিক অগ্রগতির দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিত লাভ করেছে। বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। এ উন্নয়নে শিল্পখাতের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গ্রামীণ জনপদে শহরের সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে টেকসই শিল্পখাতের বিকাশ জরুরি। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় ৯০ শতাংশ শিল্পই কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের অন্তর্ভুক্ত। একই সঙ্গে ভারী শিল্পের পরিমাণও বাড়ছে।

আমাদের সরকার প্রণীত শিল্পনীতি এবং শিল্প সহায়ক কর্মসূচির ফলে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশব্যাপী পরিবেশবান্ধব শিল্পখাতের দ্রুত প্রসার ঘটছে। নারী উদ্যোক্তাবান্ধব নীতির ফলে শিল্পখাতে নারীদের অংশগ্রহণ জোরদার হচ্ছে। এতে করে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির অনেক সূচকে বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলোর চেয়ে এগিয়েছে।

ইতোমধ্যে বিভিন্ন সূচকে ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখিয়ে আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছি।

সুধিবৃন্দ,

মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) শিল্পখাতের অবদান প্রায় ৩৩.৬৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আমাদের মাথাপিছু আয় ১,৭৫১ মার্কিন ডলার থেকে এ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়াবে ১৯০৯ মার্কিন ডলারে। বৈদেশিক রিজার্ভের পরিমাণ এখন সাড়ে ৩৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি। প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৮৬ শতাংশে। চলতি অর্থবছরে ৮.১৩ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি আশা করছি। শিল্পখাতের সুষম ও টেকসই বিকাশের মাধ্যমে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি।

২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ আমাদের লক্ষ্য। এ জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-তে খাতওয়ারী সুনির্দিষ্ট টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। ইশতেহার অনুযায়ী আমরা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১০

শতাংশে উন্নীত করব। মাথাপিছু আয়ও ২,৭৫০ মার্কিন ডলারে নিয়ে যাব। একইসঙ্গে বৈদেশিক রিজার্ভ ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং রপ্তানি আয় ৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করব। এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিল্প মন্ত্রণালয়কে আরও গতিশীল এবং উদ্যোক্তাবান্ধব হতে হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে দক্ষ বেসরকারি খাত গড়ে তোলাই আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার। এজন্য সরকার শিল্প ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি করছে।

আগামী পাঁচ বছরে ১ কোটি ২১ লাখ লোকের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির পাশাপাশি শিল্পখাতে ২৫ শতাংশ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এজন্য নতুন নতুন শিল্পখাত গড়ে তুলতে হবে। শিল্পের বিকাশ হলেই কর্মসংস্থান বাড়বে। শিল্পোদ্যোক্তাগণ এ বিষয়ে নজর দিবেন বলে আমি আশা করি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, দেশে প্রায় ৭৮ লাখ শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে যদি প্রতি বছর একজন করে লোকেরও কর্মসংস্থান করে, তাহলে প্রতিবছর শিল্পখাতেই কমপক্ষে ৭৮ লাখ বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

এলাকাভিত্তিক কৃষিপণ্যের উৎপাদন বিবেচনা করে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়তে হবে। পাশাপাশি তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল খাতের মানোন্নয়ন, জাহাজ নির্মাণ, চামড়া, ওষুধ, আসবাবপত্র, পর্যটনসহ উদীয়মান শিল্পখাতগুলোর উৎপাদনশীলতাও বাড়াতে হবে। জেলা ও মফস্বল শহরে স্থানীয় কাঁচামালভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্লাস্টার ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা হবে। তৃণমূল পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পকে গ্রামভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি গুচ্ছশিল্প কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করা হবে। পদ্মা সেতুর দুইপাড়ে পরিকল্পিত শিল্পনগরি গড়ে তোলা হবে। এ জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ নিতে হবে।

আমাদের চামড়া শিল্প একটি সম্ভাবনাময় শিল্পখাত। তৈরি পোশাকের পর এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত। এ খাতের বিশাল সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সাভারে আমরা পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্পনগরি গড়ে তুলেছি। ফলে হাজারিবাগ থেকে ট্যানারি কারখানা সাভারে স্থানান্তর সম্ভব হয়েছে। খুব শিগগির রাজশাহী ও চট্টগ্রামে দু'টি পরিবেশবান্ধব ট্যানারি শিল্পপার্ক স্থাপন করব।

ওষুধ শিল্প আমাদের আরেকটি সম্ভাবনাময় শিল্পখাত। বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশি ওষুধের বিপুল চাহিদা রয়েছে। ওষুধ রপ্তানির জন্য আমরা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের মাধ্যমে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় এপিআই শিল্পপার্ক স্থাপন করেছি। ৩৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০ একরেরও বেশি জায়গায় এ নগরি হচ্ছে। এরফলে দেশে ওষুধের দাম কমবে এবং রপ্তানি আয়ও বাড়বে।

সার কৃষি উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপকরণ। নিজস্ব উৎস হতে সারের নিরবচ্ছিন্ন যোগান নিশ্চিত করতে শাহজালাল সার কারখানা নির্মাণ করা হয়েছে। সার উৎপাদন বাড়াতে আমরা জাপানের সঙ্গে 'ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প' বাস্তবায়নের চুক্তি করেছি। এর আওতায় ১০ হাজার ৪৬০ কোটি ৯১ লাখ টাকা ব্যয়ে নরসিংদীর ঘোড়াশালে দেশের সর্ববৃহৎ সার কারখানা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

শিল্পায়নের জন্য দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ অপরিহার্য। আমাদের সরকারের বিনিয়োগবান্ধব নীতির ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উদ্যোক্তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। কয়েক দিন আগে বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে দুটি চুক্তি ও চারটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে।

আমাদের সমুদ্রসীমা বেড়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় পরিবেশবান্ধব জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ ভাঙ্গা ও রিসাইক্লিং শিল্পের উন্নয়নে কাজ করছে। 'ব্লু ইকোনোমি' বা সমুদ্র সম্পদের উন্নয়ন ঘটাতে পারে শিল্প মন্ত্রণালয়। এক্ষেত্রে কার্যকর সমীক্ষা চালিয়ে কোন্ ধরনের শিল্প স্থাপন প্রয়োজন, সে বিষয়ে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য আমি শিল্প মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দিচ্ছি।

দেশে এখন তথ্য প্রযুক্তির প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তিতে বিভিন্ন জেলা, উপজেলা এমনকি গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র, কুটির এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের কাছে সেবা পৌঁছে দিতে হবে। এ জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় তদারকির ব্যবস্থা করবে।

সুধিমন্ডলী,

অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন বিশ্বের ৪৪তম বৃহত্তম অর্থনীতি। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে আমরা সারা দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি। দেশে সফল বিনিয়োগে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে।

নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য আমাদের সরকার বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসএমই ঋণের ক্ষেত্রে নারীরা সহজ শর্তে জামানতবিহীন ঋণ পাচ্ছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকা পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের ১৫ শতাংশ নারীদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

একটি শান্তিপূর্ণ উন্নত শিল্পসমৃদ্ধ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়াই ছিল জাতির পিতার স্বপ্ন। জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদের সবাইকে সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। এ লক্ষ্যে অঞ্চলভিত্তিক কাঁচামালের সহজলভ্যতা বিবেচনা করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপন করতে হবে। এতে জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।

শিল্প মন্ত্রণালয় দেশিয় শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে জাতীয় শিল্প মেলার আয়োজন করেছে। এই মেলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা কুটির, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পোদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের পরিচিতি বাড়াবে। এটি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এর মাধ্যমে শিল্পখাতে অনেক নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হবে। ভবিষ্যতে আরও এই ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমার বিশ্বাস, দেশিয় শিল্পের উন্নয়নে এই মেলা ক্রমান্বয়ে আন্তর্জাতিক মাত্রা পাবে। ফলে দেশিয় পণ্যের প্রসার ঘটবে। নতুন শিল্প স্থাপন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতিতে এর অবদান হবে সুদূরপ্রসারী। শিল্পোদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে এ মেলা প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক- এটাই আমার প্রত্যাশা।

মেলা আয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি প্রথম জাতীয় শিল্প মেলা ২০১৯ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...